ভগবান্

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ~~দেবের~~ বাল্যলীলা

ভক্তসাধক অমৃতলালের

শেষজীবনের সাধনা

৺ অমৃতলাল বসু।

১৩৩৬

ভগবান্

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা



ভক্ত-সাধক অমৃতলালের

শেষ জীবনের সাধনা

১৩৩১

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বসুমতী-রোটারী-প্রেস,

১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

মা

তুমি পূর্ণ পবিত্রতা, সধবা কুমারী-ব্রতা,
তাপিতের ত্রাতারূপা প্রকৃতি পরমা।
কৃতযুগে বেদমাতা, ব্রহ্মার মানস-জাতা,
সাবিত্রী গায়ত্রী কর্ত্রী সবিতা সুষমা॥
ত্রেতাতে তুমি মা সীতা, দ্বাপরে জীবন্ত গীতা,
বুদ্ধযুগে শুদ্ধা বুদ্ধি মোক্ষদা নির্ব্বাণ।
পুরাণে মা পুরাতনী, নিত্যা সত্য সনাতনী,
ভক্তি-গঙ্গা-তরঙ্গিণী প্রতিমানির্ম্মাণ॥
তুমি রূপে জগদ্ধাত্রী, দশভুজা পূজাপাত্রী,
শ্যামা রমা সরস্বতী অন্নদা রাধিকা।
নাম ধরি বিষ্ণুপ্রিয়া, চৈতন্য উদয়ে ক্রিয়া,
অন্তরে অন্তরে রহি স্বতন্ত্র সাধিকা॥
রামকৃষ্ণ-লীলারঙ্গে, মাতৃ-মূর্ত্তি পূত অঙ্গে,
এলে সঙ্গে হেরি বঙ্গ বন্ধ অন্ধকূপে।
ভাবে স্বামী সুবিভোর, "আনন্দরূপিণী মোর",
বলিয়া পূজেন জায়া ষোড়শী স্বরূপে॥
শক্তির সঞ্চার করি, অলক্ষ্যে লেখনী ধরি,
লেখালে লীলার গীতি কত ভক্তজনে।
স্তব-স্তুতি পুঁথি নয়, হৃদয় এ কথা কয়,
প্রত্যক্ষ পেয়েছে সাক্ষ্য কুপুত্র রচনে॥
নহে কি সে মূর্খ নট, শূন্য শিরে জ্ঞান-ঘট,
ঘটনা রটনা পারে করিতে খেলায়।
আগে মনে জাগে নাই, কি লিখেছি ভুলে যাই,
কলম তবে কে মা গো চালায় হেলায়॥
সত্তর হয়েছি পার, পঞ্চবর্ষ পরে আর,
ছিয়াত্তরে মন্বন্তরে হা-হা করে মন।

কার্য্য আজো চায় ধরা, তাই নাই দেহে জরা,
প্রভাবে অভাব সদা করে জ্বালাতন ॥
আলস্য পরশ্ব রাত্রে, শয্যায় শোয়ায় গাত্রে,
মন কিন্তু মন দিল ভাবনা-পূজায় ।
নিদ্রা-ও সাধনা চায়, মরাতে ধরাতে পায়,
মরণে আরাম আছে প্রত্যহ বুঝায় ॥
উঠে বসি বিছানায়, স্বপ্ন-পুষ্প-রচনায়,
ক্রমে ক্রমে হোলো গত ত্রিযামা রজনী ।
চিন্‌তে পারিনি আগে, নিশীথ চিন্তার যাগে,
শ্রীকান্ত-মূর্ত্তিতে জাগে চিন্তা-চূড়ামণি ॥
এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরে, কামারপুকুর পুরে,
কি জানি কিসের ঘ্রাণে প্রাণ গেল লোভে ।
কুটীর খড়ের চালা, বাটীর সে ঢেঁকিশালা;
আঁধারে হেরিল আলো শিশু শশী শোভে ॥
আদেশ শুনিল কান, রসনায় এল গান,
জন্মতিথি-ব্রত-কথা সূচনার সুরে ।
নাহি ছিল নিদ্রাবেশ, জাগ্রত এ প্রত্যাদেশ,
এমনি সহজ সেই জগতের গুরু রে ॥
তিনি মা চৈতন্য-দাতা, শক্তিময়ী তুমি মাতা,
পাঁকে পোরা হৃদি-সরে ফোটাও কমল ।
চর্ম্ম-চক্ষে মর্ম্মঘাতী, দেখি ফাঁকি মাতামাতি,
দেখাও সূতিকা-চিত্র পূত সুবিমল ॥
শিশুরে ঈশ্বর-জ্ঞান, কর মা দীনেরে দান,
শুদ্ধা ভক্তি দিয়ে কর মুক্ত রুদ্ধ মন ।
কু-চিন্তা কর মা দূর, হোক হৃদি শান্তিপুর,
শুনাও সুতের কানে বীণার বাদন ॥
দাও দাসে ভাব-ভাষা, ভগবানে ভালবাসা,
কল্পনা-কুসুমে দেহ ঐশিক সৌরভ ।
অক্ষরেতে মূর্ত্তিমতী, হও মাতা সরস্বতী,
সদাই শুনুক লোকে গদাই-গৌরব ॥

মঙ্গল-বোধন

জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-সিদ্ধিদাতা।
ধর্ম্মরথে কর্ম্ম-পথে গতির বিধাতা॥
কি কারণে নরদেহ করিয়া ধারণ।
আসিলে করিতে হেথা কি ব্যথা-বারণ॥
অনুরক্ত শ্রেষ্ঠ ভক্ত ধন্য পুণ্যবান্।
রাম দত্ত তাঁর তত্ত্ব করেছে বাখান॥
জয়যুক্ত নিত্যমুক্ত ভক্ত অবতার।
বীরেন্দ্র বিবেকানন্দ মুখেতে প্রচার॥
কিমাশ্চর্য্য খৃষ্ট-রাজ্য বলে জয় জয়।
বেদান্ত-ব্যাখ্যায় শুনি ধর্ম্ম-সমন্বয়॥
জিজ্ঞাসে বিগেত যত শ্বেত নারী নর।
নূতন এতত্ত্ব কোথা পেলে সাধুবর॥
স্বামীজী বলেন সবে আমি কি বা জানি।
আদিষ্ট হইয়া কহি রামকৃষ্ণ বাণী॥
গ্রন্থজ্ঞানশূন্য দ্বিজ চিন্তাচূড়ামণি।
তিনি ব্রহ্ম তিনি শব্দ আমি প্রতিধ্বনি॥
রামকৃষ্ণ মম ইষ্ট রামকৃষ্ণ জ্ঞান।
দিয়াছি নরেন্দ্র নাম শ্রীচরণে দান॥
তিনি যা লেখান লিখি যা বলান বলি।
প্রেমানন্দে অন্ধ হয়ে হাত ধরে' চলি॥
অভেদানন্দাদি অন্য গুরুবন্ধু সঙ্গে।
ভাসান শক্তির দেশ ভক্তির তরঙ্গে॥
আনন্দে সারদানন্দ লীলার প্রসঙ্গে।
সাধনার সমাচার দিয়াছেন বঙ্গে॥
"রামকৃষ্ণ-কথামৃত" বারি যে তৃষ্ণার।
অক্ষরে অক্ষয় রাখে মহেন্দ্র মাষ্টার॥
ঘরে ঘরে নর-নারী পড়িবে আশায়।
অক্ষয় পয়ার রচে সরল ভাষায়॥

ব্রহ্মানন্দ শিবানন্দ প্রেমানন্দ আদি।
সবার চরণে শির নত রাখি সাধি॥
ত্যক্ত জনে ভক্তি দিতে সবে শক্তিমান।
ধনী যথা দীনে পারে দিতে ধনদান॥
দেহ দেহ দেহ মোরে দেহ সে বিশ্বাস।
যাঁর বলে প্রাণে পেলে প্রেমের উচ্ছ্বাস॥
উদ্দীপ্ত যৌবনকাল বিদ্যা-অভিমান।
আশার নেশায় মন মাতালসমান॥
আশ্বাস দিতেছে মনে প্রত্যেক নিশ্বাস।
কামিনী কাঞ্চন স্বপ্নে সৃজিত উল্লাস॥
জীবন-বসন্তে জাগে কামনা অনন্ত।
সংসারে ভোগের সুখ সুযোগে সাজন্ত॥
যে বিশ্বাসে আত্মশক্তি করিয়া আয়ত্ত।
ভগবদ্ভক্তির ভাবে হইলে উন্মত্ত॥
দৃঢ় করি ধরি করে শ্রীগুরু-চরণ।
মানব-মঙ্গলব্রত করিলে গ্রহণ॥
অহেতু দয়ার দীক্ষা পেলে যাঁর ঠাঁই।
সে বিশ্বাস দাসে দাও তাঁহারি দোহাই॥
চাই চাই চাই করি পাই শুধু ছাই।
খেয়ালে শালের লোভে জালেতে জড়াই॥
রচিব ঈশ্বর-ভাষ্য বিশ্বাসের বলে।
প্রাণের প্রহরী রহ ভকত সকলে॥

বন্দনা

রামকৃষ্ণ মিষ্টনাম, কর কণ্ঠ অবিরাম,
করুণা-মাখানো মূর্ত্তি স্মর সদা মন।
ঘন উচ্চ উচ্চারণ, ক্রমে স্থির ক'রে মন,
সত্তার চৈতন্য করে শব্দে জাগরণ॥
আদিতে উপাধিময়, ধ্যানে প্রাণে পরিচয়,
দিব্যজ্ঞানে সন্নিধানে দেখে ভাগ্যবান্।

অর্জ্জিত না ছিল পুণ্য, মরু-হৃদি গুরুশূন্য,
কারুণ্য-কানন কাছে অরণ্য সমান ॥
জনমে যৌতুক-রঙ্গ, মুখেতে কৌতুক ব্যঙ্গ,
কপি সম করিয়াছি মাত্র উপহাস।
ভুজঙ্গ গরল ঢালে, কণ্ঠে ধর সেই কালে,
এমনি ঈশ্বর-বৃত্তি ওহে কৃত্তিবাস ॥
চরণে বাজিলে বাণ, প্রণাম করহ জ্ঞান,
কি ক্ষমা কি দয়া পিতা ব্যথিতে তারিতে।
আসিয়াছ কতবার, কর্ণে গেছে সমাচার,
দৃষ্টিপথ ছেড়ে গেছি দুষ্টামি সারিতে ॥
ভক্তিতেজে তপ্তরক্ত, গিরিশ আসক্ত ভক্ত,
কভু না বিরক্ত লতে প্রভুপদপ্রান্তে।
নাট্যগুরু ছদ্মবেশে যেতে পাদপদ্মদেশে,
গুরুরূপে উপদেশ দিয়াছেন ভ্রান্তে ॥
বিদ্রূপের অবসান, আসিয়াছে অভিমান,
নহি আমি তীর্থযাত্রী পুত্র যে পিতার।
ধরিয়া প্রাণের কান, যে দিন দেবেন টান,
মাথা নত ক'রে সব শ্রীচরণে তাঁর ॥
হে গিরিশ ভক্তবীর, চরণে লুটায় শির,
কৃতজ্ঞ প্রাণের অর্ঘ্য করিছে প্রদান।
নাট্য-রবি কবি বিশ্বে, স্নেহের অনুজ শিষ্যে,
রামকৃষ্ণ-পদপ্রান্তে দেওয়াইলে স্থান ॥
ঢুকেছে ভোজন-পালা, শূন্য-স্থালী পাকশালা,
অনাহারে আমি আর মিত্র এক অন্য।
ব্যস্ত সে গিরিশ ঘোষ, পাছে করি আপশোষ,
পাতের প্রসাদ আসে শ্রীমুখের অন্ন ॥
প্রসাদ প্রকারে পায়, নিবেদিত প্রতিমায়,
মুখে তুলি ভক্তপ্রাণে আনন্দ বিশেষ।
অহেতু কৃপার দান, অন্নপূর্ণা মা যোগান,
চেতন-বিগ্রহগ্রাহ্য ভুক্ত অবশেষ ॥

দেখেনি এ দীন-নেত্র, পুণ্যতীর্থ পুরীক্ষেত্র,
তার তরে নাহি মনে আর কোন কষ্ট।
নিজে প্রভু জগন্নাথ, চক্ষু-অগ্রে সু-সাক্ষাৎ,
প্রসাদ-মাহাত্ম্য দেন বুঝাইয়া স্পষ্ট ॥
সাগরে যেমন জল, কমলে কোমল-দল,
স্বরূপে স্বরাট্ তথা দয়া মূর্ত্তিমান।

* * * * *

সে দয়ার আবির্ভাব, নরদেহে সু-প্রভাব,
ঘুচাতে অভেদ-মন্ত্রে ধর্ম্মে ভেদবুদ্ধি।
রামকৃষ্ণ নাম ধরি, শান্তি দেন ভ্রান্তি হরি,
সৎ অর্থে পথ বলি লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি ॥
অপূর্ব্ব সে জন্মকথা, ভাষায় রচিয়া লতা,
বাসনা ফোটাতে তায় অমৃতের ফুল।
কর দেব শক্তিদান, ভক্তি-সিক্ত হোক্ গান,
প্রচারিতে ব্রতকথা অমৃত আকুল ॥

কথারম্ভ

তীর্থ—কামারপুকুর

উত্তর-পশ্চিম ভাগ হুগলী জেলায়।
বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান যেখানে মেলায় ॥
ত্রিকোণমণ্ডলে আছে গ্রাম তিনখানি।
এত পাশাপাশি যেন এক ব'লে জানি ॥
শ্রীপুর মুকুন্দপুর কামারপুকুর।
জমীদার সুখলাল গোঁসাই ঠাকুর ॥
সেকালে সকল গ্রাম ছিল সুখকর।
সচ্ছলে স্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্যে আনন্দ-আকর ॥
ধান্যের প্রাধান্য ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর আবাস।
গোচরে বাছুর গরু সুখে খায় ঘাস ॥
ডোবা দীঘি সরোবর বহে নদী খাল।
আম জাম আদি বৃক্ষ নারিকেল তাল ॥

দেউল মন্দির মঞ্চ দেউড়ী দালান।
ভেঙ্গে প'ড়ে আছে দেখে হয় অনুমান ॥
কামারপুকুর গ্রাম ছিল এককালে।
লক্ষ্মীমন্ত বসবাসে বেশ ভাল হালে ॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ তাঁতি কুমার কামার।
ঘরে ঘরে সবাকার ধানের থামার ॥
কৈবর্ত্ত আপন অর্থে সুখে বর্ত্তমান।
চাষা ব'লে নাহি টুটে সদ্‌গোপের মান ॥
চাঁড়ালে বাড়ায় সবে ব'লে নমঃশূদ্র।
পণ্ডিত উপাধি পেয়ে ডোম নহে ক্ষুদ্র ॥
বণিক গোয়ালা কলু রজক ধীবর।
বিবিধ যাজকে যায় যজমানের ঘর ॥
পাতে ভাতে জাতিভেদ নহে কভু আঁতে।
স্যাঙাৎ পাতায় দ্বিজ অন্ত্যজের সাথে ॥
খাদকের অধিষ্ঠান মোদকে প্রমাণ।
কামারপুকুরে ছিল জিলাপীর মান ॥
মিঠাই ও নবাতের সুখ্যাতি ঘটনা।
ঘটার সমাজ বটে করয়ে রটনা ॥
গ্রামে গ্রামে ছিল তবে ভাল কারিগর।
কুলীরূপে আজ তারা কলের চাকর ॥
বিঁড়ি মুখে গুঁজে দিয়ে কেড়ে নিয়ে হুঁকো।
স্বদেশী হয়নি যবে দেশ পোড়ামুখো ॥
কামারপুকুরে হোতো কি সুন্দর নলচে।
অভাবে যাহার আজো প্রাণ মোর জ্বলছে ॥
গড়-গড় ডাকে নল টেনে দিলে দম।
কোথা লাগে তার কাজে তোর সা-রে-গ-মা ॥
ঘরে ঘরে চর্কা ঘোরে সুতা স্থতো কাটে।
গামছা কাপড় বুনে তাঁতি যায় হাটে ॥
সিহর বদনগঞ্জ তারা-হাট আদি।
সহরে কাপড় বেচে নিয়ে যেত চাঁদি ॥

বিষ্ণু চাপড়ী বুন্তো এম্নি শ্রেষ্ঠ কাপড় ।
কলকাতাতে দাম জোড়া পিছু চাপড় ॥
কলসী তিজেল সরা কুমোরের সজ্জা ।
গুমোরে বিকায়ে দিত বিদেশীরে লজ্জা ॥
চেঙ্গারি ধুচুনি কুলো চেটাই মাতুর ।
কেনায় বেচায় দুঃখু দু'পক্ষের দূর ॥
খ্যাতি-তৃষ্ণা ছিল বটে ধর্ম্মে কিন্তু নিষ্ঠা ।
ঠাকুর-বাড়ীতে অন্ন পুকুর প্রতিষ্ঠা ॥
মাণিক বামুন-ঘরে ছিল কিছু ধন ।
গ্রামের লোকেরে দিল আমের কানন ॥
বিনি দামে মিঠে আম খেয়ে তাজা তাজা ।
আজো শুনি লোকে বলে সে মাণিক রাজা ॥
সরকারী রাজাগিরি দরেদরখাস্ত ।
হরঘড়ি ডরে মরে কখন্ বর্খাস্ত ॥
স্বভাবের শান্তি-কুঞ্জ সন্তোষের জয় ।
সখ্যভাবে ঐক্য সবে লক্ষ্মীর আলয় ॥
তৃণের কুটীরতলে সুখ লুটাপুটি ।
অতিথি আইলে অন্ন পায় দুই মুটি ॥
অন্ন-দান সম নহে অন্য কোনো দান ।
হাসপাতালে যশ-মাতালে দানে খোঁজে মান ॥
বিলাতী ঔষধ অস্ত্র বস্ত্র বিছানায় ।
দানের প্রস্থান, রোগী পথ্য নাহি পায় ॥
পালিয়া অবশ্য পোষ্য বিশ্ববিদ্যালয় ।
চিরারাধ্য শুদ্ধি-বুদ্ধি করিতেছে লয় ॥
বৃক্ষের রোপণে হয় ছায়া ফল-দান ।
সরোবর প্রতিষ্ঠায় গ্রামে স্নান পান ॥
কামিনী কলস-কাঁখে যায় শেষবেলা ।
বসাতে পুকুর-ঘাটে মিলনের মেলা ॥
স্থলে জন্মে ফল শস্য জলে জন্মে মৎস্য ।
খাবে সুখে নর-নারী পক্ষী গাভী বৎস ॥

অতিথি বা ধর্ম্মশালা পথিকের তরে।
শিরে ছাত কোলে পাত বিশ্রাম বিতরে॥
বলদ-গাভীর তরে গোচারণ মাঠ।
বুনো গিয়ে বন হ'তে কেটে আনে কাঠ॥
গ্রামে গ্রামে সরকার—পাঠশালা খোলা।
লেখা-পড়া অঙ্ক শেখে কৃষকের পোলা॥
পুরাণের পাঠ দেন গণ্য মান্য লোক।
পায় তাতে সাধারণে জ্ঞানের আলোক॥
যাত্রাগানে কি আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা।
ভিখারীর দ্বারে তাই দীন পায় ভিক্ষা॥
পল্লীর সমাজ-মাঝে হ'লে কোনো দোষ।
বিচার বিধান করে চট্টো দত্ত ঘোষ॥
এমনি সুন্দর গ্রাম কামারপুকুর।
যথায় লবেন জন্ম আপনি ঠাকুর॥
ধনে অন্ধ রামানন্দ করে অত্যাচার।
দ্বিজ ক্ষুদিরাম ত্যজে পূর্ব্বাবাস তাঁর॥
সুখলাল সনে ছিল, আগে হ'তে সখ্য।
কামারপুকুরে বাস তাই তাঁর লক্ষ্য॥
দুই পুত্র বিদ্যমান আর এক কন্যা।
গৃহিণী যে চন্দ্রমণি এই দেখে ধন্যা॥
ভিটা ভূমি কৈল গ্রাস রামানন্দ রায়।
পুত্র-পরিবার লয়ে দ্বিজ দুঃখ পায়॥
ইথি-উথি পথি-বীথি ঘুরে হয়রাণ।
দাতা-পাশে নত মাথা ত্যাজ্য তাই দান॥
এক দিন গ্রামান্তরে প্রান্তরের পার।
উদ্‌ভ্রান্ত আবেশবশে গতি হয় তাঁর॥
মধ্যাহ্নে নিরন্নমুখে ফিরিবার কালে।
শ্রান্ত দেহ দ্বিজবর বৃক্ষমূলে ঢালে॥
দরিদ্রের বন্ধু নিদ্রা আর্দ্র চক্ষু ঝাঁপে।
ক্ষণ শান্তি পান ভদ্র রৌদ্র-চিন্তা-তাপে॥

স্বপ্ননেত্রে ধান্যক্ষেত্র করেন প্রত্যক্ষ।
তথা হ’তে আসে কেবা কারে ক’রে লক্ষ্য॥
শিয়রে দাঁড়াল শিশু গৌরব-আধার।
অঙ্গের সৌরভভরে পূরে চারিধার॥
দূর্ব্বাদল-শ্যাম রাম বালকের বেশ।
জরির পাছুড়ি গাত্রে চূড়া বাঁধা কেশ॥
সোনার দানাতে চূড়া করে ঝল-মল।
ললাটে টিকলি টিকা চোখেতে কাজল॥
নাসায় নোলক দোলে ঝলে গজমতি।
কুণ্ডল-মণ্ডলে কর্ণ শোভাপূর্ণ অতি॥
কণ্ঠে দোলে কণ্ঠমালা সোনার হাঁসুলী।
নূপুর চরণপুরে পশ্চিমা পাসুলী॥
কটিতে কাঞ্চন-পাটা হেম-নিমফল।
জলধর-বর-অঙ্গ রক্তপদ-তল॥
বামকরে ধনু ধরে দক্ষে লক্ষ্যি বাণ।
তোতো-তোতো কহে কথা শিশুর সমান॥
বহি যায় সুধাধারা নারায়ণ-মুখে।
বলে রাম ক্ষুদিরাম শুয়ে শুনে সুখে॥
“অইথানে প’ড়ে প’ড়ে লুটাই ধূলায়।
কেহ নাহি লয়ে গায়ে হাতটি বুলায়॥
রাম রাম বল তুমি সকালে বিকালে।
কেন তবে কোলে তুলে লও না ছাবালে॥
ধান-ক্ষেতে প’ড়ে আছি খেতে নাহি পাই।
স’বে কেন অনাহার তোমারে শুধাই॥”
ক্ষুধায় কাতর রাম হৃদয় গলায়।
নিদ্রিত ব্রাহ্মণে যেন স্বপন বলায়॥
“রাজপুত্র তুমি রাম দ্বিজ-দুঃখী আমি।
তোমারে কি খেতে দিব জগতের স্বামী॥
মনে ভয় পাছে হয় সেবা-অপরাধ।
তিলেক ত্রুটিতে যাব নরকে অগাধ॥”

বালক বলিছে যেন দ্বিজ শুনে কানে।
স্বর অতি মধুময় অভয় প্রদানে॥
"পিতা ব'লে ডাকিয়াছি নিজে ক'রে সাধ।
কভু আমি নাহি লব তব অপরাধ॥
যদুপতি খেলে ক্ষুদ বিদুরের ঘরে।
কেন চা'বে রঘুপতি অন্ন দুধে-সরে॥
যা জোটে বাপের ঘরে ছেলে খাবে তাই।
অন্যায় আব্দারে দোষ মা-বাপের ঠাঁই॥"
নীরব হইল স্থান নিদ্রা হ'ল ভঙ্গ।
কাঁপে বিপ্র থর থর ঘামে ভেজা অঙ্গ॥
উঠে তবে ধীরে ধীরে ক্ষেতবাগে নড়ে।
দেখেন অদ্ভুত লীলা শিলা এক প'ড়ে॥
শিলা হেরে মর আঁখি রাম দেখে হিয়া।
করে ধনু ধ'রে নাচে তাথিয়া তাথিয়া॥
জনম সফল হ'ল ভাবে মনে মন।
যতনে তুলিয়া লন শিলা-নারায়ণ॥
আনন্দে আপীড় দেহ হৃদে দৃঢ় নিষ্ঠা।
স্বগৃহে বিগ্রহ ল'য়ে করেন প্রতিষ্ঠা॥

রঘুবীরের স্তব

রাম জয় জয় রাম জয় রাম নমস্তে।
শ্যামতনু ধৃতধনু রঘু-জনু নমস্তে॥
বিষ্ণু-অংশ সূর্য্যবংশ নরহংস নমস্তে।
রূপে ইন্দু কৃপাসিন্ধু কপিবন্ধু নমস্তে॥
বাচে চটু বনে বটু রণে পটু নমস্তে।
দাশরথি সীতাপতি ভবগতি নমস্তে॥
বনচারী রাবণারি দুঃখহারি নমস্তে।
ভক্তি-ভক্ত ভক্তাসক্ত ত্যাগে ব্যক্ত নমস্তে॥
সত্যনিষ্ঠ নিত্য ইষ্ট-হৃদে তিষ্ঠ নমস্তে।
চিরারাধ্য সদাসাধ্য পাদপদ্মে নমস্তে॥

সিংহাসনে মহাবনে রক্ষো-রণে নমস্তে।
নরোত্তমে মনোরমে সমদমে নমস্তে ॥
নেত্রপত্র কৃপা যত্র স্নেহসত্রে নমস্তে।
হনূ-সেব নরদেব জিষ্ণু এব নমস্তে ॥
নামামৃত-পানে প্রীত যে অমৃতলাল।
রামোদয় তিথি হয় তার বয়ঃকাল ॥
সে সম্বন্ধে প্রেমানন্দে ছন্দোবন্ধে বন্দন।
যোড়হস্তে নতমস্তে ন্যস্তে বসু-নন্দন ॥

শ্রীক্ষুদিরামের গয়াগমন ও দিব্যদর্শনলাভ

এইরূপে যায় দিন, পূজাকার্য্যে যাজ্য তিন,
রঘুবীর রামেশ্বর শুভদা শীতলা।
গৃহে নাহি ধন-রোগ, দেহ-মনে সুখযোগ,
ক্ষুধার তাড়না আর না করে উতলা ॥
হিন্দুর গৃহস্থ-ঘরে, পরিবারমধ্যে ধ'রে,
বাস্তুদেবে সেবে ভেবে সুশীল সন্তান।
না(ও)য়ায়ে খা(ও)য়ায়ে তাঁরে, ভোগ দিয়া তুষ্ট করে,
অচিন্ত্য সন্তোষ-সুখ গৃহিণীরা পান ॥
শিলা কি পিতল নয়, সেটি শুধু মনোময়,
ক্ষুধা পায় নিদ্রা যায় দুঃখে দুঃখী সদা।
কি খাবে স্বপনে বলে, অভিমান বেলা হ'লে,
আলো ক'রে রহে ঘর বরদ বরদা ॥
আত্মার আনন্দ ঝরে, প্রতিমাদি সৃষ্টি করে,
কি তার এ কবিতার বুঝে সেই জন।
আপন প্রাণের টানে, ছবিতে যে প্রাণ আনে,
ভালবাসা করে ভোগ রূপ-রূপান্তরে।
পিতা মাতা সখা সখী, পতি পত্নী চকাচকী,
পুত্র কন্যা প্রভু ভাবে রসায় অন্তরে ॥
এ বিশ্বের রাজা নয়, প্রসাদী উপাধিময়,
নিতে ঢেলে দিতে জেলে ষণ্ড দণ্ডধর।

নিশ্বাসেতে বিশ্বেশ্বর, ঘন দলে অনশ্বর,
সূর্য্যকরে বায়ুভরে ব্যোমে দামোদর ॥
ভিন্নাকারে একাকার, সে কারণে নিরাকার,
এ নয়ন মন কিন্তু তা'তে তৃপ্ত নয়।
ঘন ক'রে তাই শূন্য, রচনা করি যে চিহ্ন,
ভাবভেদে ভিন্ন ভিন্ন যথা যে সময় ॥
যে আসে আকুল ডাকে, হৃদয়-মাঝারে থাকে,
ঘটে পটে প্রবেশিতে কিবা বাধা তাঁর।
ভক্ত-মনে উদ্দীপন, আদ্যে পদ্যে প্রয়োজন,
মূর্ত্তিতে কি স্তব-গীতে সে পন্থ প্রচার ॥
ভাবের আনন্দ-ঘরে, লুকোচুরি নাহি ক'রে,
খুঁটি' ক'রে থাক ধ'রে অভীষ্টে আপন।
যেই ভাবে ক্ষুদিরাম, হৃদে জপি রাম-নাম,
রঘুবীরে ভক্তি-নীরে রেখেছে গোপন ॥
সে ভাবে স্বভাব দিশি, ধৌত মন দিবানিশি,
নগ্নপদে জীর্ণ ছদে ঋষি অভিধান।
পায়েতে পথের ধূলি, লোকে লয় শিরে তুলি,
কোথা কে কুবের ধনে পায় এ সম্মান ॥
ইন্দ্রাণী যে চন্দ্রমণি, করুণা স্নেহের খনি,
জননী সবার তিনি গাঁ-খানি সংসার।
যার যেটা ঠেকে দায়, ডাক দিলে মা'কে পায়,
খা(ও)য়াতে ধোয়াতে নিতে পোয়াতির ভার ॥
গাঁ-টি জোড়া ছেলে-মেয়ে, দরদে আদর পেয়ে,
ধেয়ে যেত তাঁর বাড়ী যখন তখন।
যত করে আবদার, মুখে নাই দাব তাঁর,
পেতো ছেলে মুড়ি-গুড় কখন মাখন ॥
দিতে যার আছে চাড়, শূন্য নয় তার ভাঁড়,
কিছু বাড় চাল তা'র আছেই ভাঁড়ারে।
দোয়ারে দাঁড়ালে যেই, বলে আজ দিতে নেই,
তার ঘরে কথা নেই "নেই নেই" ছাড়া রে ॥

ঠাকুরঘরের ভোগ, ভিখারীর জলযোগ,
জোগাড় বিহানে চাই গিন্নী-বান্নি জানে।
আরন্ধের কচুশাক, পোষেতে পিঠের জাঁক,
অঘ্রাণে নবান্ন-গন্ধে চন্দ্রমণি-ঘরে।
পড়শীরা পাতে পাত, বাদ নেই কোনো জাত,
হরিলুট ছেলে জুটে উঠানে না ধরে॥
মধুর কথার ফাঁদে, কাঙাল জাঙাল বাঁধে,
ঝিঙে ভেজে বলে না যে ভেজেছি পটল।
* * * *
সবে মানে দেখি তার সাহস অটল॥
স্নেহের সাধনাবলে, চন্দ্রা-হৃদি-পদ্মদলে,
উথলে উঠিল ক্রমে পূর্ণ মাতৃভাব।
ছুটিল স্নেহের বন্যা, সারা গ্রাম পুত্র-কন্যা,
ধন্যা তিনি ক'রে এই ভালবাসা লাভ॥
কে খেলে কে অনাহার, সব যেন তাঁর ভার,
পাড়া ঘুরে বার বার তত্ত্ব লন তার।
উপবাসী যারে দেখে, নিজ অন্ন দেন ডেকে,
চিঁড়ে মুড়ি মুখে দিয়ে দিন কাটে মা'র॥
রঘুবীর শিলাবর, বাণলিঙ্গ রামেশ্বর,
শীতলা পুতলী আর দূরে দূরে নয়।
মন পূরো পরিষ্কার, ভয়ে ভয়ে নমস্কার,
নাহি আর যোড় হাতে মুখের বিনয়॥
গর্ভের সন্তানে, দেবে, কিছু নাহি ভিন্ন ভেবে,
ঠাকুরঘরের সেবা করে চন্দ্রমণি।
রঘু যে রামকুমার, বাণলিঙ্গ রামেশ্বর,
শীতলা সমান ভাবে কন্যা কাত্যায়নী॥
নহে বরদাতা ইষ্ট, তিলেক ত্রুটিতে রুষ্ট,
আরতি পূজার তরে মিছে মন্ত্র ঝাড়া।
একেবারে দেহময়, কথা শোনে কথা কয়,
কখনো বা শিষ্ট-শান্ত কখনো বেয়াড়া॥

শুন গো গৃহস্থগণ, এই ভাবে গড় মন,
একেবারে নারায়ণে কর গো আপন।
দেখ তাঁরে দিয়ে রূপ, ভাবিয়ে ভবের ভূপ,
পেতে দাও বসিবারে হৃদি-সিংহাসন॥
সত্য ডাকো বাবা বোলে, মা বোলে বোসো গে কোলে,
ছেলে-মেয়ে মনে ক'রে নাওয়াও খাওয়াও।
প্রেমে না থাকিলে খাদ, লও স্বামি-সুখাস্বাদ,
মুখপানে চেয়ে চেয়ে চোখেতে চাওয়াও॥
ঘুমুতে ঘুমুতে জেগে, চন্দ্রাদেবী যেতো বেগে,
দেখিতে ঠাকুর ক'টি কেমন ঘুমায়।
ভয় হোতো ভাবনায়, পাছে মশা লাগে গায়,
এমনি আপন সে গো ভাবিত ভূমায়॥
হুতাশে পড়শী কয়, এ কথা তো ভাল নয়,
লেগেছে বাতাস বুঝি ব্রাহ্মণীর গায়।
এ বয়সে এত ছিরি, কোথা থেকে এল ফিরি,
উচক্কা উচক্কা মন ইতি-উতি চায়॥
এক দিন পতিপাশে, বসি দেবী ভয়ে ভাষে,
এ কি দশা এ বয়সে হোলো গো আমার।
তুমি সেই গয়া যেতে, শেষে শুয়ে এক রেতে,
অধৈর্য্য হইনু দেখে আশ্চর্য্য ব্যাপার॥
দুয়ারেতে খিল আঁটা, কা'র এ বুকের পাটা,
শুয়ে আছে সুপুরুষ মোর বিছানায়।
ছাঁৎ ক'রে ওঠে গা'টা সমস্ত শরীরে কাঁটা,
চোখ বুজে চেয়ে দেখি খাড়া হয়ে ঠায়॥
তেমনি দুয়ার বন্ধ, মানুষের নাই গন্ধ,
ধূপের সুগন্ধে শুধু আনন্দের ঢেউ।
আর দিন মনে পড়ে, দিব্যি এক হাঁসে চ'ড়ে,
রোদে ঘুরে মুখখানি রাঙা যেন কেউ॥
দেখে মনে হোলো মায়া, বলি তাহে অই ছায়া
নেমে এসে বোসো হেথা হাঁসের ঠাকুর।

ঘরে দু'টি পান্তা আছে, খেয়ে-দেয়ে যেও পাছে,
হেসে সে মিশালো কিসে, বুক গুর-গুর ॥
আশ্চর্য্য সবার চেয়ে, বলি খুলে লাজ খেয়ে,
দাঁড়ায়ে পাড়ার অই শিবের তলায়।
ধনি সাথে কথা কই, মনে নেই এই বই,
হঠাৎ হোলেম আমি ভীতু উতলায় ॥
ফিরে দেখি এ কি ভালো, মন্দিরে সিন্দূরে আলো,
বাবার অঙ্গেতে যেন জ্যোতি বিভূতির।
সে জ্যোতি বাতাসে দুলে, আসে ভেসে ঢেউ তুলে,
হেরে ডরে হোলো মোর শরীর অথির ॥
কামার-ঝিয়েরে ডেকে, খামকা থম্‌কে থেকে,
বোধ হোলো করে যেন উদরে প্রবেশ।
চক্ষে দেখি লক্ষ তারা, পড়িনু চৈতন্যহারা,
মনে নেই কতক্ষণ ছিল এ আবেশ ॥
আমার সর্ব্বস্ব তুমি, ও চরণ তীর্থভূমি,
সতীর সুহৃদ্‌ গতি পতি এ ধরায়।
জান যদি কিছু তথ্য, আমারে বুঝাও সত্য,
দেব কিবা উপদেব ভয়েতে ভরায় ॥

শুনে বার্ত্তা, ভাবে ভর্ত্তা, ঘোচে কর্ত্তা অভিমান।
শ্রাদ্ধ-রাত্রে, গয়াক্ষেত্রে, স্বপ্ননেত্রে বিদ্যমান ॥
কমকান্ত, শ্যামশান্ত, ভ্রান্তিধ্বান্ত বিনাশন।
সুধাধর, গদাধর, পদ্ম-পর দরশন ॥
পীতবাসে, মিষ্টহাসে, স্পষ্টভাষে প্রত্যাদেশ।
সুপ্রত্যক্ষ, কর লক্ষ্য, হিরণ্যাক্ষ হৃষীকেশ ॥
পুত্রভাবে, মোরে পাবে, দুঃখ যাবে দ্বিজবর।
শুদ্ধ শয্যা, কার্য্যে আর্য্যা, তব ভার্য্যা ধৈর্য্য ধর ॥
পর-দুঃখী, পূত কুক্ষি, সতী লক্ষ্মী চন্দ্রমণি।
রাম সেবে, কৃষ্ণ ভেবে, হবে এবে মা জননী ॥
আজি ঐক্য, দেববাক্য, পত্নী পক্ষ সাক্ষ্য সনে।
জাগে ভয়, ভক্তি বয়, হর্ষোদয় দ্বিজ-মনে ॥

কহে ধীরে, ব্রাহ্মণীরে, অশ্রুনীরে বুক ভাসে।
দিব্যদান, এ সন্তান, ভগবান্ গর্ভবাসে॥
অযোধ্যায়, মথুরায়, ধরি কায় যে উদয়।
সে অচ্যুত, গুণযুত, তব স্থত পুনঃ হয়॥
ধর্ম্মে ধৈর্য্যে, ব্রহ্মচর্য্যে, এ ঐশ্বর্য্যে স্নেহে রক্ষ।
এই শুদ্ধি, এই সিদ্ধি, এই ঋদ্ধি এই মোক্ষ॥

কম্পিত দম্পতি-হৃদি সম্ভ্রমে বিস্ময়ে।
অন্ধ-মনে বাধে দ্বন্দ্ব সন্দেহে প্রত্যয়ে॥
যুগলে চলেন ত্রস্ত বস্ত্র দিয়া গলে।
নিবেদিতে শুভবার্ত্তা রঘু-পদতলে॥
প্রণমি, চমকি চেয়ে দিব্য দরুশন।
চর্ম্মচক্ষে ধর্ম্মমর্ম্ম স্পষ্ট পরশন॥
নাহি ঘট নাহি শিলা লীলা চমৎকার।
এক দেহে রামকৃষ্ণ মূর্ত্ত অবতার॥
নবদূর্ব্বা হরিদাভা অর্দ্ধ অঙ্গ শোভে।
তমালপর্ণের বর্ণে অর্দ্ধ মন লোভে॥
শিরোপা আরোপ বামে দক্ষে শিখিপাখা।
এক চক্ষে লক্ষ্য স্থির অন্য আঁখি বাঁকা॥
শ্রীমুখমণ্ডল খণ্ডে ভূপাল গোপাল।
এক ধারে দেখে যেই করেছে কপাল॥
বাম বক্ষে মণি-মুক্তা কিরণ ঠিকরে।
দক্ষিণে বনজ ফুল শোভে থরে থরে॥
এক করে ধনু ধরে অন্য করে বাঁশী।
সর্ব্বাঙ্গে তরঙ্গ তোলে করুণার রাশি॥
তাপিত-তারণ যুগল চরণ-তটে।
স্থরাস্থর মুনিঋষি নর-নারী লোটে॥
কোথায় গিয়াছে স্তব কোথা বা প্রণাম।
ইষ্ট-স্নেহে মোহাবিষ্ট দু'টি দেহধাম॥
নিরোধ ইন্দ্রিয়বৃন্দ আনন্দ-সমাধি।
দম্পতির ভাবে নাই জীবের উপাধি॥

স্মরি গুরু গিরিশের পদ-অরবিন্দ।
সভায় অমৃত গাঁথে এ গীতগোবিন্দ॥

আবির্ভাব

তোমার জনম-কথা করিয়া শ্রবণ।
মানসে উচ্ছ্বাসে যেই ভাব-প্রস্রবণ॥
আনন্দ-আননা দেবী জননী সারদা।
করে ধ'রে লেখাবেন যেটুকু বরদা॥
সেই কয় ছত্র মাত্র র'চে দিব পদ্যে।
ততোধিক কিছু নাই এ দাসের সাধ্যে॥
দিন যায় পক্ষ যায় ক্রমে যায় মাস।
আসন্ন প্রসব-চিহ্ন দেহে সুপ্রকাশ॥
গতি অতি সুমন্থর অঙ্গেতে অলস।
স্নেহ-ক্ষীর-ভারে পূর্ণ হৃদয়-কলস॥
ভোগ রাঁধে আর কাঁদে দেবী চন্দ্রমণি।
কার হাতে খাবে ভাবে মোর রঘুমণি॥
ভাত খায় ভালবাসে দুধ রামেশ্বর।
যত্ন ক'রে এক দিন কে পাড়াবে সর॥
শীতলা উতলা মেয়ে বড় অভিমান।
সময়ে খা(ও)য়াবে কেবা কে করাবে স্নান॥
প্রবোধ-বচনে পতি বুঝান জায়ায়।
যার কাজ সেই করে ভুলিছ মায়ায়॥
আজিকার মত তুমি রেঁধে দাও ভোগ।
কালি হ'তে হয়ে যাবে অন্য যোগাযোগ॥
ধনমণি কামারিণী সব কাজে শক্ত।
বিশেষতঃ তোমার সে অতিশয় ভক্ত॥
তারে ডেকে বোলে দেব শুতে হেথা রাতে।
সামালিবে সেই হোলে ব্যথা অকস্মাতে॥
কামারের ঝি রে অ বেটী কামারের ঝি।
পাদু 'খানা দে রে আমি সেই পায়ে লুটি॥

সেই পায়ে লুটি আর ভাবি ভাগ্যবান্।
ভগবান্ নিজে দেন তোরে যোগ্য মান॥
জাতাজাত ভাত পাত চটিতে বিচার।
মন্দিরে ব্রাহ্মণ সেই শুদ্ধ মন যার॥
চণ্ডাল গুহকে দেন রামচন্দ্র কোল।
গোয়ালার গোঠে গিয়ে কৃষ্ণ ঘেঁাটে ঘোল॥
যবনে আপন জ্ঞান করেন নিমাই।
নীচে উচ্চ করে হরি জগত-গোঁসাই॥
সৃষ্টির ইষ্টেরে তুমি করাবে ভূমিষ্ঠ।
এ শিরে চরণ রাখি ক্ষণ তরে তিষ্ঠ॥

সাঙ্গ বঙ্গে শীত-যাগ, মিলোলো মাঘের দাগ।
নব অনুরাগে হাসি আসিল ফাগুন।
দখিণা পবন ঘ্রাণে, নবীন ভুবন প্রাণে,
বসন্ত সান্ত্বনা আনে জীবন্ত দ্বিগুণ॥
সজিনাফুলের থোবা, শিমুলে আমূল শোভা,
মালঞ্চে প্রফুল্ল জবা করবী বকুল।
এই মাসে তিত মিঠে, নিমেতে হেমের ছিটে,
ভিটের উঠানে ফোটে কৃষ্ণকলি ফুল॥
আমের মুকুল ধরে, ইক্ষুরস বাসে ভরে,
নেবুতে নূতন পাতা, কচি কচি ফল।
শসায় হাসায় ভুঁই; কাঁকুড় কুটিয়া থুই,
নিটোল পটোল-ঝোল জিভে আসে জল॥
আঙিনাতে মনোহারী, সোনার মন্দির সারি,
ধানের মরাই রূপে করে ঝলমল।
গৃহস্থের বাস্তু গণ্য, সঞ্চিত সুখের অন্ন,
লক্ষ্মী-পদতলে যেন স্বর্ণ-শত-দল॥
কোয়েল-দোয়েল-কুল, ঝাঁকে ঝাঁকে বুল্-বুল্,
পাপিয়া-শালিখ-টিয়া-ফিঙা-টুনটুনি।
পাখার ঝলক ঝাঁকে, মধুর মধুর ডাকে,
মউমাছি-ভোমরার গুনি গুন্-গুনি॥

বসন্ত-বাতাস লাগে, যোগিনী-নাগিনী-যাগে,
হেমন্তের অন্তে তার সমাধি যে ভঙ্গ।
মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, ভজে পূজে ভুজে যষ্টি,
প্রতিবেশিভাবে বঙ্গ নাগ-বাঘ সঙ্গ ॥
হেন ফুল্ল পল্লীগ্রাম, বঙ্গজনপ্রাণারাম,
উদয় সদয় ঋতু ধরিত্রী অমল।
ফাগুন ছ'দিন গণে, রবি রহে কুম্ভ সনে,
জাতক-পাতকহারী দয়ালু সবল ॥
অসিত পক্ষের শেষ, চাঁদের দ্বিতীয়া বেশ,
বসেছে তারার হাট ধরা আলো-করা।
ভূমেতে ঘুমের ঘোর এখনো হয় নি ভোর,
জাগিছে যামিনী শীলা নীলাম্বরী পরা ॥
বুধের বাসর যায়, লক্ষ্মীবার অপেক্ষায়,
তন্দ্রা ত্যাগে চন্দ্রমণি জাগে বেদনায়।
সতত সজাগ ধনি, আসন্ন প্রসব গণি,
কেশবে এ ভবে আনে ক্ষিপ্র শুশ্রূষায় ॥
ধরি দেহ থিরে থিরে, শুতাইয়ে প্রসূতিরে,
প্রভাতের অতিথিরে দেখিতে না পায়।
ঝটিতি প্রদীপ হাতে, খোঁজে ধনি নবজাতে,
কোণেতে উনুন ছিল সেই বাগে যায় ॥
সে উনুনে বাসি ছাই, তা'র মাঝে দেখে ধাই,
ভস্ম-মাখা প'ড়ে আছে ন্যাংটা ভোলানাথ।
ছ'পলের ছেলে যেন, ছ'মাসের বাছা হেন,
'থ' হয়ে রহিয়া ক্ষণ কোলে তোলে ধনি।
যশোমতী-কোলে হায়, দোলে যেন পুনরায়,
ভূতলে অতুল শোভা গোকুলের মণি ॥
সেবারে গোয়ালাঘর, কামারপুকুরে ভর,
এবারে ঠাকুর করে জন্মি ঢেঁকিশালে।
বিশ্বকর্ম্মা ধর নাম, তুমি সর্ব্বকর্ম্মধাম,
অতন্দ্র তোমার কর্ম্ম অর্জ্জুনে শেখালে ॥

কর্ম্মফল কুড়াইতে, জীব-জ্বালা জুড়াইতে,
বারে বারে দেহাধারে এস নারায়ণ।
নর-গোত্রে হয় ধর্ম্ম, লোকহিত মাত্র কর্ম্ম,
রটায়ে ইহার মর্ম্ম ফুটাও নয়ন॥
এ কানন রচে কালী, নর-নারী সাজে মালী,
প্রভু নিজে বনমালী ফল অধিকারী।
যে মালী না গুঁজে রেখে, ফল দেয় তাঁরে ডেকে,
পড়ে না কর্ম্মের পাকে সেই আজ্ঞাকারী॥
গৃহস্থের বাস্তুভূমে, কাল যে কাটায় ঘুমে,
যমে তা'রে ধরে ত্বরা, ঘর জ্ব'লে যায়।
জীবনধারণ জন্য, প্রয়োজন নিত্য অন্ন,
ধান ভেনে ঢেঁকি, লোকে সে অন্ন যোগায়॥
পুণ্যমন্ত ঢেঁকিশালে, লক্ষ্মী নিজে ধান্য ঢালে,
রান্নাঘরে অন্নপূর্ণ্যে উনুনের ধারে।
যে সংসারে চর্কা ঢেঁকি, সেখানে চলে না মেকি,
ভাঁড়ারে পাড়ার সুখ, ভিখারী দুয়ারে॥
শাশুড়ী ঝিউড়ি বউ, বুকে সুখ মুখে মউ,
ঢেঁকিপাড়ে হাঁড়ি নাড়ে চরকা ঘুরোয়।
তার বাড়ী বস্তি মানা, গা'য়ে উঠে সোনাদানা,
স্বামীর সোহাগ পায় কপাল ফিরোয়॥
অলস বিলাস আসি, শাক্তদেশে শক্তি নাশি',
বিষয়-আসক্তি পৃথ্বী করিছে শাসন।
ধ্যান জ্ঞান গ্রন্থপৃষ্ঠা, স্বার্থ তরে অর্থ-তৃষ্ণা,
নিষ্ঠা নাই চেষ্টা নাই, ইষ্ট অন্বেষণ॥
তর্কে কথা কাটাকাটি, ধর্ম্ম নিয়ে লাঠালাঠি,
মত নিয়ে পথ নিয়ে সতত লড়াই।
নাহি প্রেম নাহি ভক্তি, খোঁজে খালি রক্তারক্তি,
আদি ছেড়ে উপাধি বা বিধির বড়াই॥
পুত্র-কন্যা করে পাপ, জ্বালায় পোড়ায় তাপ,
বাজে তা বাপের প্রাণে করুণা-আধার।

বিশ্বরাজরাজেশ্বর, ধ'রে নরকলেবর,
আসেন ধরাতে তাই ঘুচাতে আঁধার ॥
কভু জন্ম রাজাচারে, কভু রুদ্ধ কারাগারে,
কর্ম্ম শুদ্ধ ঢেঁকিশালে এবার উদয়।
ঢেঁকির মুখেতে ছিন্ন, তুষ হ'তে চা'ল ভিন্ন,
খোসোন্মুক্ত ভক্তি-শস্য দেবে দয়াময় ॥
বঙ্গের উনুনে ছাই, দেখিয়া দুর্দ্দশা তাই,
সে ছাই গদাই ধেয়ে মাখে নিজ অঙ্গে।
কর্ম্ম-ধর্ম্মী কর্ম্মকার, বুঝি বা ঝিয়ারী তার,
কোলে তুলে নিতে পেলে তাই লীলারঙ্গে ॥
ছ' পলের ছেলে যেন, ছ' মাসের ছেলে হেন,
আঁতুড়ে-ও অতি বড় গূঢ় বিশ্বম্ভর।
শিশুমুখে দিতে মধু, দেখা দিল উষা-বধূ,
অরুণ ভূষায় হোলো রক্তিম অম্বর ॥
এত ভোরে বাজে শাঁক, বুঝিল মঙ্গল-ডাক,
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়শীরা দেখা দিল আসি।
বিধবা বেণের মেয়ে, প্রসন্ন আসিল ধেয়ে,
সঙ্গে এল গঙ্গামণি মঙ্গলার মাসী ॥
রমণী বাম্‌নী জয়া, দাক্ষায়ণী লক্ষ্মী দয়া,
মায়াবতী ক্ষেতি নিতি পুণি মনোরমা।
খসা-খোঁপা দল্‌মল্, ঝন্‌ঝন্ বাজে মল,
বিমলা কমলা এল ক্ষীরো নিরুপমা ॥
আঁটিতে আঁটিতে কসি, ঝটিতি আসিল যশি,
মিসি মুখে সুখী আসে কলসী-কাঁকালে ॥
আঁচলেতে জল-পান মুখে এক থাবা।
পুঁটি লুটি জটি এল হরি হেরো হাবা ॥
চক্ষু মেলে দেখে ছেলে কোরে নিরীক্ষণ।
গিন্নীরা বলেন পুণ্যে সব সুলক্ষণ ॥
অদূরে বধূর দল কলকল রবে।
ছাঁয়ের মঙ্গল মাগে মায়ের গৌরবে ॥

হায় রে সে গ্রাম কোথা সরল স্বভাব।
দলাদলি ভুলে সেই গলাগলি ভাব ॥
বামুন জ্যাঠার ব্যাটা (হয়) বেণে-বাড়ী ঘটা
কলুমাসী খুসী দেখে দুলে-বো'র ছটা ॥
দিয়েছে শাঁখের ডাক গাঁটিকে জানান্।
বেলা না বাড়িতে লোক জুটিল নানান্ ॥
সব কর্ম্ম ফেলে আসে ধর্ম্মদাস লাহা।
গোবর্দ্ধন ধোপা আসে জনার্দ্দন শাহা ॥
শঙ্কর নাপিত আসে কিঙ্কর ঘোষাল।
দধি হাতে যাদু গোপ ছাড়িয়ে গো-পাল ॥
আনন্দেতে বিদ্যানন্দ বন্ধ কোরে টোল।
মুচিপাড়া নাচিয়ে দে ডেকে আনে ঢোল ॥
সুন্দুরে সে বাজুন্দুরে নিয়ে নিজ দল।
গোকুল ভাবিয়ে করে বাকুল দখল ॥
"দেখা গো মা যশোমতী তোর নীলমণি।"
গান ধরে এই বোলে ঢোলে তালে ধ্বনি ॥
বাজনা বেজেছ গাঁয়ে পাঠশাল ছুটী।
নেচে বাঁচে পোড়োগুলো হেসে লুটোপুটি ॥
টাকাটা সিকিটা পেয়ে দুয়ানি আধুলি।
বাঁশী কাঁসি মিলে বাজে তাল রাখে ঢুলী ॥
পায় কড়ি খই-মুড়ি পুরানো কাপড়।
"দে দই দে দই" গানে বাঁধাই রগড় ॥
পাঁচ দিন নাচগান বাজনা প্রভাতে।
কীর্ত্তন মৃদঙ্গ-রঙ্গ প্রতি সন্ধ্যা-রাতে ॥
ষষ্ঠ দিনে হৃষ্ট মনে মিষ্ট বিতরণ।
ষেঠেরা পূজার আজি হয় আয়োজন ॥

শ্রীশ্রীষেঠেরাপূজা

ছ'দিনে ষেঠেরা-পূজা ব্যাটার কল্যাণে।
ব্রাহ্মণে সম্মান দিতে মাল্য আদি আনে ॥

পিতৃদেব তুষ্ট-মন পূজি রঘুবীর।
প্রতিবেশী নারী করে মায়েরে অস্থির॥
যথারীতি হোল তবে গ্রাম্য-আয়োজন।
ষষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা দ্বারে অগ্রে প্রয়োজন॥
তৈজস চন্দনমাল্যে ব্রাহ্মণ-বন্দন।
সবে বলে ভাগ্যধর হউক নন্দন॥
মধ্যরাত্রি গত হয় নিদ্রিতা প্রসূতি।
প্রবেশে সূতিকা-ঘরে বিভুর বিভূতি॥
পোয়াতিরে তাপ দিতে কাঠের আগুন।
ফাগুনে করেছে ঘর গরম দ্বিগুণ॥
তাপ-ঝালে এককালে গৃহস্থের ঝির।
খট্‌খটে হোয়ে যেত প্রসূত শরীর॥
শ্লেষ্মাযুক্ত রক্ত এবে করিতে গরম।
নবীনা সেবন করে পানীয় পরম॥
শিশি শিশি ফাঁসী আসে খালি খোলো ছিপি।
এও জেনো কর্ম্মফল এও বিধি লিপি॥
তন্দ্রাগতা চন্দ্রাদেবী, ধনি ঘুমে ঘোর।
মিটমিট জ্বলে দীপ প্রবেশে কে চোর॥
অগোচরে এই চোর ভাগ্য ভাঙ্গে গড়ে।
কোঠা-বাড়ী টোটে কারো সোনা মোড়ে খড়ে॥
ইনি দেন পুত্র কোলে ইনি নেন কেড়ে।
এঁরি হাতে ভাঙে শাঁখা, শাড়ী রাঙা-পেড়ে॥
বিধাতা তুমিই দাতা তুমিই ডাকাত।
তোমার চরণে করি কোটি প্রণিপাত॥
কলম চালাতে যদি জাতকের ভালে।
আজি রাতে পার তবে বুঝিব সকালে॥
সোনার পুতুলী শিশু হৃষ্ট-পুষ্ট কায়।
কোলের গরমে খোকা আরামে ঘুমায়॥
অভ্যাসে বিশ্বাস লিপি লিখিবে সোজায়।
খোকা বুঝি বোকা কোরে ডাকায় রোজায়॥

পলক-বিহীন নেত্রে জাতকে নেহারে।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া কিছু বুঝিবারে নারে ॥
শিশুরে হেরিয়া হন বিধাতা বিপন্ন।
জীবে-শিবে মেশা এক চিন্ময় চৈতন্য ॥
ভাগ্যলিপি লিখিবারে মুছেন কপাল।
খল্‌খল্‌ হাসে পাশে ব্রজের গোপাল ॥
হাস্যধ্বনি শুনি গুণী চারিভিতে চান।
শ্যাম আড়ে রাম নড়ে দেখিবারে পান ॥
ভৌতিক ভাবিয়া ধাতা কালি নিয়ে খাঁকে।
অবাক্‌ হইয়া বুকে "কালী কালী" ডাকে ॥
"কালী" নাম যেতে কানে শিশু জ্ঞানহারা।
শঙ্কায় ওঙ্কার জপে বিধি বলে তারা ॥
তারা নামে ধারা বহে শিশুর নয়নে।
তোলে যেন ডানি হাত রহিয়া শয়নে ॥
করতলে পদ্মদল হেরি মনে হয়।
বিধিরে দিতেছে বুঝি এ নিধি অভয় ॥
দক্ষিণে ফিরালে শির শ্যামারূপ ধরে।
উত্তরে সত্বরে পুনঃ ধাতা হেরে হরে ॥
পূর্ব্বেতে অপূর্ব্ব রূপ শ্যাম নটবর।
পশ্চিমে অসীম শোভা শ্রীরাম গোচর ॥
সর্ব্বদেবসমন্বিত উন্নত আধার।
বিধাতা বুঝেন ভবে নব অবতার ॥
ঈষৎ হাসেন বিধি নিজে অপ্রতিভ।
ধরায় জ্বলিল হেরি মঙ্গল-প্রদীপ ॥
আনন্দে বিহ্বল আত্মা মুখে জয় জয়।
ভারতে হইল পুনঃ নব অভ্যুদয় ॥
তুমি কর্ম্ম কর্ম্ম-স্রষ্টা কর্ম্মের আশ্রয়।
কর্ম্মের নিয়ন্তা ধর্ম্ম তুমি গুণত্রয় ॥
জীবের যা পাপ-পুণ্য আদি কর্ম্মফল।
তোমাতে অর্পিত হোলে দেহ পদতল ॥

সর্ব্বদেব সর্ব্বভাব তোমাতে প্রকাশ।
বিলাতে অভেদ-জ্ঞান এসেছ শ্রীবাস ॥
তোমারি সন্তান নর জগত জুড়িয়া।
বুদ্ধি-দোষে ধর্ম্ম-দ্বেষে জ্বলিছে পুড়িয়া ॥
যত মত তত পথ লক্ষ্য এক স্থান।
আসিলে সমাজে দিতে সহজ এ জ্ঞান ॥
বাক্যই তোমার বেদ, বেদে তা প্রমাণ।
দূরে দেবে বিদ্যাগর্ব্ব তর্ক অভিমান ॥
প্রণতি তোমার পদে মঙ্গল-নিদান।
আজ্ঞা দেহ বিধিরূপে করি এ বিধান ॥
দেখিলাম রামকৃষ্ণ তোমাতে উভয়।
রামকৃষ্ণ নাম দিবে জীবেরে অভয় ॥
পরমা প্রকৃতি মাতা জগত-ঈশ্বরী।
না রবেন বহু দিন সন্তানে বিস্মরি ॥
"রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণা তন্নাম-শ্রবণ-প্রিয়া"।
কর্ত্তা কাছে কর্ম্মস্থলে আসিবেন ক্রিয়া ॥
কবে বা কোথায় মাতা রবে অবতরি।
আপনি জানহ তুমি সে কথা শ্রীহরি ॥
রেথ পায় নিশি যায় এখন বিদায়।
বোলে বিধি অন্তর্ধান শিশুটি ঘুমায় ॥
নটের যেঠেরা-গীতে যেবা ত্রুটি হয়।
ভক্ত-মুখে উক্ত হোক জয় জয় জয় ॥

আটকৌড়ি

আট দিনে আটকৌড়ে ছেলে আছে ভালো।
হুড়ো-হুড়ি গোল, পোয়াতির কোল আলো ॥
গাঁয়ের ছেলের পাল উঠোনেতে জড়।
পিটিতে পিটিতে কুলো কচ্ছে মজা বড় ॥
আটভাজা ভেজে দেছে পাঁচ এয়ো জুটে।
আঁচড়-কামড় তা' কোঁচড়ে নিতে লুটে ॥

ছড়াছড়ি খই-মুড়ি কড়ি কি পয়সা।
নেতা কুড়ো ক্ষেতা কুড়ো কুড়ো রে ময়লা ॥
আনন্দ-মন্দিরে ছিল চাঁচের আগড়।
বাঙলায় ছিল তায় রঙিলা রগড় ॥
সোনার কুলুপ-চাবি সুখের কপাটে।
হাসির ভাসান বঙ্গে মশান সুনাটে ॥
পড়শীর সুখে সুখী পড়শী সম্বন্ধে।
বঁড়শী বিন্ধয়ে এবে বন্ধুর আনন্দে ॥
চাটুর্য্যেরে পূজ্য ভাবে কামারপুকুর।
চন্দ্রমণি সনে তিনি জীয়ন্ত ঠাকুর ॥
দেবদেবী বটে তবু রোগে করে সেবা।
এ হেন ঠাকুরে ভালবাসে নাহি কেবা ॥
প্রসূতির পথ্য নিত্য আনে সত্যবতী।
নেড়ি আনে চিঁড়ে ভেজে ঝাল-নাড়ু মতি ॥
সদ্য গব্যঘৃত আনে কৃত্তিকা বোষ্টুমী।
রোহিণী দুষ্টুমি ক'রে বোলে আজ অষ্টুমী ॥
অষ্টুমীতে ঘৃত খেলে কষ্ট পায় ধাই।
ধনির 'সে' ছিল এঁর ঠাকুরজামাই ॥
পল্লীর মল্লিকা-ফুল যৌবন-যৌতুকে।
সেবিকা সংসারধর্ম্মে রসিকা কৌতুকে ॥
পাকশালে পরিপাটী কাঠি দেয় ডালে।
বাসরে হাসিয়া ঢলে গানে মধু ঢালে ॥
সরিষার তেলে চুল ঝোলে জানু-মূলে।
বেসনে ঘষিলে কেশ ঢেউ তোলে ফুলে ॥
হলুদ দুধের সরে কচি কচি মুখ।
গতরেতে পাছু নয় তাই উঁচু বুক ॥
অধরে মাধুরীমাখা মুড়ি খেয়ে হেসে।
কাঁকাল করেছে সরু কলসীর ঠেসে ॥
এলো-চুলে ঢেঁকি তুলে চরণের চাপে।
চলনে দোলন আসে ললন-কলাপে ॥

মানানো মণিকানন হেলে হার ছন্দে।
সীঁথিতে সিন্দুর্বিন্দু সিন্ধুজ মণিবন্ধে ॥
চাহনি তরল করে সরসীর জল।
কোমল বিমল মন পরশি কমল ॥
কোয়েল দোয়েল স্বরে ভরে দুটি কান।
কথা কয় মনে হয় গীতের সমান ॥
পল্লীর কাননে ফোটে হেন বনফুল।
বাগানে বাহার নয় এর সমতুল ॥
এ ফুল পূজায় চলে কুলজা সাজায়।
মাথা নত কোরে দেয় লজ্জায় রাজায় ॥
এই ফুলদল মিলি মনোলোভা গন্ধে।
প্রসূতিরে নিতি নিতি ভাসায় আনন্দে।
আঁতুড় উঠিল শেষ একুশ দিবসে।
ষষ্ঠীপূজা মিষ্ট ভুজা বাঁটিয়া রভসে ॥
গয়াক্ষেত্রে স্বপ্ন-রাত্র স্মরি ক্ষুদিরাম।
গদাই বলিয়া ডেকে রাখে পুত্র-নাম ॥
গোকুলে কানাই ছিলে নদেতে নিমাই।
কামারপুকুরে নাম হইল গদাই ॥
জনম সফল হোলো অমৃতের অদ্য।
নরলীলারম্ভ-ছলে রচি এই পদ্য ॥

শিশু গদাই

সেকালে স্বজন ছিল সত্য অন্তরঙ্গ।
এক পরিবারে যেন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ॥
বাহ্য শোভা নহে তত্ত্ব সংসারে সাহায্য।
গ্রহণীয় গৃহকার্য্যে ব্যাভারে আহার্য্য ॥
ফিরে লও ইট-কাঠ দেরাজ সিন্দুক।
রঙিন সিপাহি দোরে সঙিন্ বন্দুক ॥
ফিরে লও ধন-গর্ব্ব কাগজের গাদি।
চাঁদি জমা রাজকোষে রসিদ ইসাদি ॥

কাজ নাই গাড়ী-ঘোড়া খোঁড়ার মোটর।
চাকুরীতে খোঁটা বাঁধা কোঠার কোটর ॥
নগরের প্রেমশূন্য বসতি ঘুচাও।
সঙ সাজা রঙ মাজা মুখটি মুছাও ॥
যত আনি তত নাই খালি চাই চাই।
খেয়ে-শুয়ে স্বস্তি নাই মেটে না ত খাঁই ॥
প্রশংসার লোভে এই জিঘাংসার পূজা।
বন্ধ কর নিরানন্দ দেবী দশভুজা ॥
আমার সবুজ গ্রাম ফিরায়ে আবার।
দাও মা আমারে দু'টি শ্রমের খাবার ॥
দাও মা উলুর চালা শক্ত তক্তপোষ।
জীর্ণ করি' যব-চূর্ণ পূর্ণ পরিতোষ ॥
আবার সে ক্ষেতে যেতে কৃষাণের সঙ্গে।
নেচে যেন ওঠে মন হর্ষের তরঙ্গে ॥
গাছে হাত দিলে যেন মিলে দুটো ফল।
রান্নার আনাজে ভরে গিন্নীর আঁচল ॥
মরাই দেখি মা যেন লক্ষ্মীর মন্দির।
সুপত্র গোয়াল-গাত্রে স্বাস্থ্যের সন্ধির ॥
পুকুরেতে আঁশ ভাসে পাড়ে বাঁশ-ঝাড়।
ঘরেতে রক্ষিত ইক্ষু খেজুরের খাঁড় ॥
প্রতিবেশী প্রয়োজনে হাত দিলে গাছে।
ঠ্যাঙ্গা ধোরে তাড়া কোরে ছেলেরা না নাচে ॥
অতিথি-কুটুম্ব দেখে দোর নহে বন্ধ।
মেয়েদের মুখে যেন দেখি মা আনন্দ ॥
চাহি না ঐশ্বর্য্য ধন মোগল রাজার।
হোগ্‌লার কুঁড়ে হোক্ আনন্দবাজার ॥
বাড়ীতে পীঁড়িতে বর, পাড়া পড়ে ঝোঁকে।
খুকীর অসুখ হোলে উঁকি মেরে ত্থাখে ॥
ভাগ্যমানী চন্দ্রমণি আজি যে আনন্দে।
সে আনন্দ হোক্ পুনঃ জীবনের গন্ধে ॥

খোকাকে মাখাতে তিতু তেল আনে প'ড়ে।
রোদেতে পোয়াতে ছাতু পীঁড়ি দেয় গ'ড়ে ॥
জোলাদের ভোলা দেছে দড়ী বুনে দোলা।
পাখী দেছে মালী-বউ রঙ কোরে শোলা ॥
তিনখানি কাঁথা দেছে তিনটি পড়শী।
বালিস বানিয়ে আনে বেণেনী ষোড়শী ॥
খাটো-খোটো মশারিটি সুসারের তরে।
পীয়ারি তৈয়ার করে বোসে বোসে ঘরে ॥
বলাই দোকান থেকে দিয়েছে দোলাই।
রাম রাম বোলে কয় দাম লিতে নাই ॥
মুচিমাসী হেসে দেছে খেলেনার ঢোল।
কাহন বাহন গাঁয়ে পেতে আছে কোল ॥
সোনার পুতুলী শিশু আছে কত ঘরে।
তাদেরো আদর হয় গাঁয়ের ভিতরে ॥
এ কি শিশু জন্ম নিল দীন দ্বিজবাসে।
প্রাণ ধোরে টান দিয়ে নিকটে নি' আসে ॥
প্রসন্ন ধনীর কন্যা মান্যা সব ঠাঁই।
নিতি নিতি আসে রামা নাহিক কামাই ॥
সুধাইলে চন্দ্রমণি, বলে হাসি হাসি।
জাদু জানে ছেলে তোর গলে দেছে ফাঁসি ॥
সে কি চায় গয়া কাশী পুরী বৃন্দাবন।
এ ফাঁসী কোরেছে যারে আনন্দে মগন ॥
প্রণাম সে গ্রামবাসি-পদ-অরবিন্দে।
হাড়ী-মুচি-ডোমে নমি হয় হবে নিন্দে ॥
যেই পুণ্যে ধন্য ভবে কামারপুকুর।
ভাগ্যফলে হোলে তথা পথের কুকুর ॥
পশুজন্ম হোতো বোধ কাম্য দেবতার।
উচ্ছিষ্টে হইত মিষ্ট স্বোয়াদ সুধার ॥
পোড়ে পোড়ে জুড়াতাম হেরে মুখ-চাঁদা।
রাজার রৈজাই ছেড়ে ঠাঁই ছাইগাদা ॥

বোঝাতেম সোজাসুজি কোরে ঘেউ ঘেউ।
কুকুরের বুকে ওঠে পুকুরের ঢেউ ॥
অধম কুকুর হোতে পরিচয় নর।
শ্রদ্ধাশুদ্ধি-হীন পশু বুদ্ধিতে বানর ॥
শুদ্ধা ভক্তি দেহ হৃদে অটল বিশ্বাস।
রামকৃষ্ণ বোলে ফেলি অন্তিম-নিশ্বাস ॥

বাল্যখেলা

ঘুমায় মায়ের কোলে, দড়ীর দোলায় দোলে,
বাপের বুকের তাপ জুড়ায় গদাই।
ছোট দুটি হাত তুলে, উঠানে টলিয়া বুলে,
আধ-আধ মিঠা বোলে হাসে সে সদাই ॥
অঙ্গছাঁদে চাঁদ-গলা, দিনে দিনে বাড়ে কলা,
খেলাচ্ছলে লীলারঙ্গ জন-মনোহর।
পঞ্চমীর সুধাকর, সদানন্দ গদাধর,
শিশুরা সাজায় তাঁরে রাজ-রাজেশ্বর ॥
সন্ত তুলে পদ্মপত্র, কেহ শিরে ধরে ছত্র,
বন-ঝাউ এনে কেউ চামর ঢুলায়।
সাথীরা কৌতুক-কাজে, ভরত-লক্ষ্মণ সাজে,
হনূমান্ অনুমানে লুটায় ধূলায় ॥
কোনো দিন কুতূহলে, ছুটে সবে গোঠে চলে,
ধড়া কোরে ধুতি পোরে সাজিয়ে রাখাল।
গদাই ধায় যে আগে, তিতে তনু অনুরাগে,
চূড়ায় দোলায় ফুল হেলায় কাঁকাল ॥
হাতে মুখে মারে থাবা, গাল বাজে আবা-আবা,
মণ্ডলী করিয়া নাচে কর-ধরাধরি।
আর সে গদাই নাই, নাচে নাচে রে কানাই,
তালি বাজে করতলে 'রাধে-রাধে' করি ॥
বুঝি বা রচেছে মন, আবার সে বৃন্দাবন,
শ্রীদাম সুদাম সাথে গোঠে গোচারণ।

তপন-তনয়া-তটে, নীপমূলে বংশীবটে,
মধুর অধরপুটে বাঁশরী-ধারণ ॥
এ কালে লীলার ছন্দে, প্রেম নয় গোপী-গন্ধে,
আনন্দ-দায়িনী নারী জননী এবার।
নহে কুঞ্জে অভিসার, শ্যামার চরণ সার,
মালতীর মালা নয় আদর জবার ॥
জয় রাধে, রাধে রাধে, রসনা ভাষে না সাধে,
নয়নে শ্রাবণধারা মা মা মা মা রবে।
শুনি শ্যামা-নামগান, পুলকে পূরিবে কান,
বাহ্যজ্ঞান হারা হবে নবলীলা ভবে ॥
যুগে যুগে প্রয়োজন, ভিন্ন ভিন্ন আয়োজন,
ভজন পূজন ভিন্ন লীলায় লীলায়
কভু ধনুর্ধারী বীর, বিরাজ সরযূতীর,
পতিতা-তারণ দিয়ে চরণ শিলায় ॥
যমুনা-পুলিনে পুন, বাঁশরী-বাজন শুন,
গোপী-প্রেমে উতরোল গোলোকবিহারী।
জ্ঞানপথ শান্ত শুদ্ধ, রাজভোগ ত্যজি বুদ্ধ,
অহিংসা-বারণ হরি নয়নে নেহারি ॥
বৌদ্ধ নষ্ট বুদ্ধিভ্রমে, আস্তিকতা অস্ত ক্রমে,
প্রকাশ শঙ্কররূপে সঙ্কটে তারিতে।
শিব শিব শিব নাম, ধরে পুনঃ ধরাধাম,
সন্ন্যাস-আশ্রম সৃষ্টি অনিষ্ট বারিতে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে, প্রেমে নাম বিলাবারে,
ভাসে আঁখি জলধারে দ্বারে দ্বারে কাঁদে।
এক অঙ্গে রাধাকৃষ্ণ, সুস্পষ্ট নয়নে দৃষ্ট,
ধন্য হেরি লোকারণ্য শ্রীচৈতন্যচাঁদে ॥
গ্রন্থ-গত বিদ্যাগর্ব্ব, এবার করিতে খর্ব্ব,
উদ্ভব অপূর্ব্ব নব ভাবের আধার।
অরুচি অক্ষরে শিক্ষা, চক্ষের স্বাক্ষরে দীক্ষা,
তিতিক্ষা মতের দ্বন্দ্বে বাক্য সুধাধার ॥

ভাবে মাত্র রাখ শুচি, যার যাহা অভিরুচি,
সেই নামে একেশ্বরে কর উপাসনা।
তিনি ব্রহ্ম নিরাকার, শিব-শিরে জটাভার,
তিনি রাম তিনি শ্যাম কেশরি-আসনা ॥
তিনি আল্লা তিনি যীশু, নন্দের নন্দন শিশু,
কংসের সংহারে বীর কুঞ্জে বংশীধর।
দানব-দলনী কালী, বৃন্দাবনে বনমালী,
পিতা মাতা সখা স্বামী তিনি নারী নর ॥
সহজ মানুষ-বেশ, সহজ এ উপদেশ,
সহজ সকল কার্য্য ব্যাভার আচার।
বিভূতিবিহীন বাহ্য, অন্তরে শান্তির রাজ্য,
শৈশব হইতে সুরু সত্যের বিচার ॥
নরলীলা অভিনয়, করিবেন জ্ঞানময়,
হাতেখড়ি পাততাড়ি বাল্যে প্রয়োজন।
কিসে কিবা হয় দোষ, কিসে বা সন্তোষ রোষ,
কেন ভাল মন্দ আচরণ সুধায় কারণ ॥
কেবল শুনিয়া কানে, বিধি বাধা নাহি মানে,
প্রাণে না পৌঁছিলে কথা শুনে না বারণ ॥
যে ঘাটে মেয়েরা নায়, সেথায় ছেলেরা যায়,
জলে উলে হুড়োহুড়ি সাঁতার খেলায়।
সন্তান-সমান খেলে, তবু তারা ব্যাটাছেলে,
পরিতে ছাড়িতে শাড়ী নারী লজ্জা পায় ॥
প্রাচীনা পড়শীগণ, তাড়া দিয়ে হেঁকে কন,
এ ঘাটে ছোঁড়ারা কেন আসিস্ পোড়াতে।
কত দোষ না জানিস্, কিছু দেখি না মানিস্,
বড়-ই দুষ্টুমি বাড়ে দেখি যে গোড়াতে ॥
ভয়ে ভয়ে অন্য ছেলে, ভিন্ন ঘাটে গিয়ে খেলে,
ধমকে থামকা কিন্তু গদাই না ছাড়ে।
মনে মনে ইচ্ছা বাড়ে, লুকায়ে পুকুর-পাড়ে,
দেখে নেব কি বা ঘটে থেকে আড়ে আড়ে ॥

শুকদেব সম মন, এ বালক নারায়ণ,
নর-নারী-ভেদ-বুদ্ধি শুদ্ধ চিত্তে নাই।
হৃদে নাহি কোনো সন্দ, চোখে নাহি বিঁধে মন্দ,
মেয়েদের এ প্রবন্ধ মিথ্যা ভাবে তাই॥
ঘটেছে বা কি বালাই, ভয়েতে তো না পালাই,
ভুলায়ে ওগুলো করে আসিতে বারণ।
জননী বৃত্তান্ত শুনি, লোক-লজ্জা-ভয় গুণি,
নিভৃতে ডাকিয়া পুত্রে বুঝান কারণ॥
স্নেহে শিরে রেখে কর, বলে শোন গদাধর,
তোর দেহে বটে কোন ঘটে না অনিষ্ট।
কিন্তু যাঁরা করে স্নান, তাঁরা এতে লজ্জা পান,
নারী-অপমান নহে আচরণ শিষ্ট॥
আমি তোর মা যেমন, মেয়ে মাত্র যে তেমন,
সকল রমণী জেনো মায়ের সমান।
বলেন বদন চুমি, সবার সন্তান তুমি,
মেয়েদের অপমানে মা'র অপমান॥
উপদেশ মাতৃদত্ত, সহজে বুঝায় তত্ত্ব,
সুপথ্য-সমান জ্ঞান প্রবেশে শ্রবণে।
তদবধি গদাধারী, মাতৃভাবে হেরে নারী,
আজীবন ব্রহ্মচারী এ ভাবপ্রবণে॥
আবাল্য সারল্য সার, ভাবময় অবতার,
শৈশবে ভাবের ভরে হৃদি যায় গ'লে।
আকাশে বকের ঝাঁক, দেখে শিশু হয় তাক,
সহজ স্বাধীন ভাসে জলধর-তলে॥
পাইয়া মুক্তির ঘ্রাণ, উড়ে যায় নিজপ্রাণ,
অজ্ঞান লুটায় মাঠে হাসি সুধাধরে।
গ্রাম্য মাসী পিসী দিদি, বলে কি করিল বিধি,
সযতনে কোলে তুলে ফিরে আনে ঘরে॥
তারা বলে ডাকো রোজা, এ ভূত নহে তো সোজা,
বাছারে করেছে ভর আচম্‌কা বাতাসে।

সৃষ্টি যাঁর পঞ্চভূত, তাঁরে ধরে কোন্ ভূত,
অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবি মনে মনে হাসে ॥

বাল্যশিক্ষা

পূজা-কার্য্য-অবকাশে, পুত্রেরে বসায়ে পাশে,
যতনে শিখান পিতা বংশ-পরিচয়।
পিতৃ-মাতৃকুলাগত, গুরুজন-নাম যত,
পূর্ব্বেতে কোথায় কার আছিল আলয় ॥
শিক্ষা দেন সদাচার, ব্রাহ্মণের ব্যবহার,
বিনয়ে সর্ব্বত্র জয় বুঝান বালকে।
জগদ্ধিতায় সংস্কার, নারায়ণে নমস্কার,
করে লোকে অই বাক্যে জ্ঞানের আলোকে ॥
পরহিত-পরায়ণ, সে ব্রাহ্মণ নারায়ণ,
জাগালে মানব-মনে জাগে নারায়ণ।
বিসর্জ্জন দিয়া স্বার্থে, ত্রাণ যেই করে আর্ত্তে,
ব্যর্থ নহে হয় তার মানব-জীবন ॥
মুখে মুখে শুনে রব, শিখে শিশু কত স্তব,
কত স্তুতি কত শ্লোক ধ্যান বা প্রণাম।
কাশীদাস কৃত্তিবাস, অভ্যাসে শ্রীমুখে বাস,
যাত্রাগান শুনে পালা বলে অবিরাম ॥
দেখিয়া এ মেধা-শক্তি পুণ্য বাণীপানে ভক্তি,
সুপণ্ডিত হবে পুত্র, পিতৃ-মনে আশ।
শুভ তিথি করি ধার্য্য, সারি হাতে-খড়ি কার্য্য,
পাঠাইলা পাঠশালে যদু-গুরু-পাশ ॥
চূড়াবাঁধা ঘন কেশ, ধরিয়া পড়ুয়া-বেশ,
কাঁকে রাখে পাততাড়ি হাতেতে দোয়াত।
কোঁচড়েতে জলপান, গদাই লিখিতে যান,
সঙ্গে সঙ্গে চলে দলে কতই স্যাঙাত ॥

লিখেন বানান ফলা, আঙ্ক আঙ্ক নিয়ে শলা,
লিখিলেন ডাক-বলা দাঁড়াইয়ে সারে।
কড়াঙ্কে বাধায় গোল, গণ্ডাকেতে ধরে চোল,
আম্‌তা আম্‌তা করে নাম্‌তার ধারে॥
মনে-মনে ভাবে ছেলে, কি হবে এ পড়া পেলে,
চাল-কলা বাঁধা হদ্দ হিসাব শিখিয়ে।
মিছা এই পাঠ পড়া, বাসনা দুরাশা গড়া,
চাই না এমন বিদ্যা এ মন বিকিয়ে॥
প্রহ্লাদ আহ্লাদে গলে, ভিজে দুটি আঁখি জলে,
যে বিদ্যা শিখিল ভাবি কৃষ্ণ-পদতল।
যে বিদ্যায় জন্মে জ্ঞান, বৃথা ধন-অভিমান,
কাঞ্চন-সঞ্চয়ে সুখে বঞ্চনা কেবল॥
খতায়ে পুঁথির পৃষ্ঠা, বাড়ে মাত্র অর্থ-তৃষ্ণা,
লোভে আসে হিংসা দ্বেষ ক্ষোভের আকর।
প্রভুভাবে করে নৃত্য, আদেশ বহিছে ভৃত্য,
ভুলে যায় ভৃত্য-পালে হইয়া চাকর॥
নিজ হোতে ধনবান্, দেখে বুকে বিঁধে বাণ,
যত বাড়ে পরিমাণ ততই অভাব।
যে বিদ্যা করিলে লাভ, জাগে মনে উচ্চ ভাব,
তুচ্ছ জ্ঞান হয় চক্ষে নৃপতি নবাব॥
সে বিদ্যার সংখ্যা "এক", "এক" বলে চেয়ে ত্থাখ,
কোটি কোটি কোটি রূপে "একেরই" বিকাশ।
একে মাত্র রেখে চোখ, সংসারে চলিলে লোক,
সে "এক" করিবে ভাবে অভাব বিনাশ॥
জীব-জন্মে এই দেহ, মায়ার আধার গেহ,
বিষয়-বাষ্পেতে খেলে আলেয়ার আলো।
ঈশ্বরের অবতার, দেহে নহে মায়াপার,
বাহ্য কার্য্যে চেনা তাঁরে নাহি যায় ভালো॥
অন্তর তথাপি দীপ্ত, বিষয়ে না হয় লিপ্ত,
বিশ্বের মঙ্গল-দীপ মাটীর আধারে।

শৈশবেতে সে আলোকে, আপনারে দেখে চোখে,
মাঝে মাঝে চেনো চেনো করে বারে-বারে ॥
বুঝেন আনন্দময়, আনন্দ বন্ধনে নয়,
লৌকিক এ বিদ্যা শুধু অবিদ্যা-বন্ধন।
কলে চলে এই শিক্ষা, ফল, ছলে অন্ন ভিক্ষা,
কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মাৎসর্য্যে রন্ধন ॥
যথায় আনন্দ পান, গদাই সন্ধানে যান,
দেখেন আনন্দ-ভরা বিশ্বের রচন।
কি আনন্দ নীলাম্বরে, শুভ্র অভ্রে সুধাকরে,
আনন্দ নক্ষত্র-ক্ষেত্র জগত-লোচন ॥
আনন্দ বাতাসে বয়, আনন্দ কাননময়,
আনন্দে সরসী-জল করে ঢল-ঢল।
তাতে খেলে মীনচয়, হেলা-ফুল ফুটে রয়,
শরতে মরত আলো করে শতদল ॥
আনন্দে পতঙ্গ ওড়ে, পাখী গায় ঝাড়ে-ঝোড়ে,
ফল-ফুল-গন্ধে কিবা আনন্দ-বিহার।
আনন্দে বিজলী ঝলে, হরষে বরষা-জলে,
আনন্দে ঝরিয়া পড়ে নিশির নীহার ॥
আনন্দে কৃষক মাঠে, দলে-দলে ধান কাটে,
আনন্দে গা-চাটাচাটি করে বৎস-গাভী।
জগতে নূতন লাট, আপন রচনা পাঠ,
আনন্দে করেন ঘুরে নিজে পদ্মনাভি ॥
যিনি বিশ্ব-শিল্পকর, তিনি যান শিল্পি-ঘর,
প্রতিমা পুতুল পট শিখেন গড়িতে।
যাত্রা শুনে সাধ হয়, অনুরাগে অভিনয়,
মন শুধু নাহি লয় বাঁধা-ধরা পড়িতে ॥
আপনার শিক্ষা নাই, শিশুরে শিখাতে চাই,
পর-বাক্য চুরি করি গুরু অভিমান।
কেবল শিখেছি বাক্য, কিছুই করিনি লক্ষ্য,
চক্ষে বক্ষে ঐক্য নয় অক্ষরেতে জ্ঞান ॥

বই পোড়ে হয়ে গণ্য, বোলে দিই তন্ন তন্ন,
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্নার কৌশল।
আপনি উনুন জ্বেলে, হাঁড়ি কেঁড়ে চাল ঢেলে,
হাতে কোরে ভাতে-ভাত রাঁধিনি আসল॥
সৃষ্ট যাঁর এই দেহ, আলো করিবারে গেহ,
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে রেখেছেন তিনি।
প্রত্যক্ষ চক্ষের পর, স্পষ্ট তাঁর হস্তাক্ষর,
নিরীক্ষণ করিলেই নিতে পারি চিনি॥
দেখ বুঝে পরিষ্কার, যত কিছু আবিষ্কার,
কার মনে জাগায়েছে পুঁথি-গত বিদ্যা।
ঢেঁকি কুলো থেকে কল, বাষ্প কি বিজলী বল,
শিখায়ে দেছেন সে প্রকৃতি সর্ব্বসিদ্ধা॥
সকল গ্রন্থের আর্য্য, মানব-মানস কার্য্য,
চরিত্র-বৈচিত্র্য গড়া অবস্থার ভেদে।
এই নর-নারায়ণ, কেন সাধু চোর হন,
চিন্তায় সিদ্ধান্ত নহে বিজ্ঞানে কি বেদে॥
অবিদ্যারে বিদ্যা বলি, দম্ভে দাপে দলাদলি,
আপনারে স্বামী জ্ঞানে "আমি-বুদ্ধি" সৃষ্টি॥
না বুঝিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব, কামনা-নেশায় মত্ত,
জগতের পতি পায় নাহি যায় দৃষ্টি।
এ জগত বিদ্যালয়, গুরু বিভু জ্ঞানময়,
নিলে তাঁর পদাশ্রয় পাই দিব্যজ্ঞান।
গ্রন্থ-গত গদ্য পদ্য, সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ,
নদী কি বারিধি যথা আছে পরিমাণ॥
অনন্ত নিঝরপ্রায়, জ্ঞান-ধারা বহে ধায়,
লুটে সেই লোটে যেই গিরিধারি-পায়।
এই মন ক'রে যোগ, করে যে ঈশ্বর ভোগ,
ভাস্বর জ্ঞানের নেত্র তার খুলে যায়॥
সূর্য্যস্তোত্র কবি গায়, কি কবিতা সবিতায়,
চন্দ্র আদি গ্রহ তারা কাব্যগাথা যাঁর।

সে কবির দয়া হ'লে, অক্ষরান্ধ ছন্দ বলে,
রসনায় গলে তার শব্দ-সুধা-ধার ॥
শিল্পের কৌশলে যিনি, আকর্ষণ মন্ত্রে জিনি,
ব্রহ্মাণ্ড রাখেন শূন্যে করি দুল্যমান।
তিনি না প্রেরণা দিলে, কার সাধ্য এ অখিলে,
আবিষ্কার করে কল পড়িয়া বিজ্ঞান ॥
চিত্রকর লিখে পট, অভিনয় করে নট,
নৃত্য গীত বাদ্য সাধ্য করে কলাবান্।
আঁকে যেই রামধনু, বিশ্বরূপ যাঁর তনু,
সেই বেণুধর জানি সবে বিদ্যমান ॥
বাল্যের চাপল্য-মাঝে, জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য রাজে,
কাজে কিম্বা সাজে বুঝি বৈরাগ্য-বিকাশ।
আপন আপন ভাবে, ভিন্ন জনে ভিন্ন ভাবে,
কারো চোখে অপরূপ কাহারো তরাস ॥

তত্ত্বলাভ

কামারপুকুর হ'তে দউড়ের দূর।
বাঁধা পথ সেথা যেতে জগন্নাথপুর ॥
সতত সন্ন্যাসী সাধু সে সরণী ধ'রে।
শ্রীধাম তীর্থেতে যান দরশন তরে ॥
মহাপ্রাণ লাহাগণ সে রাহার পরে।
বিশ্রাম-আশ্রম রচে অতিথির তরে ॥
গদাই সদাই চায় সাধুসন্ত-সঙ্গ।
অন্তরে তাঁদের শিশু জানে অন্তরঙ্গ ॥
শুনিলে সাধুর মেলা অতিথিশালায়।
খেলা ফেলে ভোলা ছেলে সেথায় পালায় ॥
দেবকান্ত শান্ত শিশু আনন্দ-আধার।
আধ-আধ মধু ভাষ বটু ব্যবহার ॥

তীর্থে তীর্থে সন্ন্যাসীরা করে পর্য্যটন।
গিরি নদী বনে হেরে বিচিত্র ঘটন॥
বালক পুলকে শোনে তার বিবরণ।
কোথায় কেমন লোক কিম্বা আচরণ॥
দুগ্ধের দুলাল শোনে মুগ্ধ হয়ে বোসে।
উন্নতি কি গুণে কোথা পতন কি দোষে॥
পুরাণের গল্প শোনে শ্লোক দোঁহাবলী।
শ্রুতিমাত্র স্মৃতিগত শ্রীমুখে কাকলী॥
সুধাইলে সুক্ষ্মতত্ত্ব ধর্ম্মের বিজ্ঞানে।
বিস্ময়ে সাধুরা চান শিশু-মুখ-পানে॥
কেহ কেহ ভাবে শিশু নহে সাধারণ।
"কারণ" জিজ্ঞাসে নিজে জগত-কারণ॥
সত্যের সন্ধানে মন বন্ধনে বিরাগ।
জন্ম-জন্ম করিয়াছে যেন যোগ-যাগ॥
চিন্তা করি ত্যাগপন্থী শান্ত সাধুগণ।
শুনান জ্ঞানের কথা হয়ে একমন॥
আঙ্ক আঙ্ক নিয়ে গুরু থাক এক কোণে।
তোমার নাম্‌তা রাখ রাম তা কি শোনে॥
যে দক্ষপ্রত্যক্ষ শিক্ষা লন গদাধর।
কবে পাবে ধরাধামে সে শিক্ষা আদর॥
মাংসপিণ্ডমধ্যে জ্বলে ক্ষুধা অগ্নিকুণ্ড।
লালায়িত লেলিহান সদা লোভ-শুণ্ড॥
অন্ন অন্ন কোরে ভিক্ষা বিদ্যার চরম।
গরম কঞ্চন-সন্ধি না চিনে পরম॥
না প'ড়ে এ বিদ্যা পায় শৃগাল-কুকুর।
তাদেরো আবাস আছে আহার প্রচুর॥
কুকুর করয়ে যদি চাকুরীস্বীকার।
প্রভু-প্রেমে গলে তার দোলে হেম-হার॥
প্রভুর দুয়ারে এসে দাঁড়াইলে কেউ।
প্রভুত্ব জানায় সে-ও কোরে ঘেউ ঘেউ॥

ঈশ্বরের অভিরূপ এই নরকায়।
কামিনী-কাঞ্চন-লোভে কাদায় লুটায়॥
জগত-পিতার সাথে যাহার সংযোগ।
মর্ম্ম ফাটে দেখি তার ঘটে চর্ম্মরোগ॥
রাজধর্ম্ম শিখে রাম বসি বনবাসে।
বীরকর্ম্মে কপি-সঙ্গ রাবণ-বিনাশে॥
কৃষ্ণের আরম্ভ বিদ্যা গোচারণ মাঠে।
প্রেমের প্রথম পাঠ যমুনার ঘাটে॥
সিদ্ধার্থ অরণ্যে যান জ্ঞান-অন্বেষণে।
করেন বন্ধুত্বলাভ দৈত্যের আসনে॥
জীষাস্ জগত পূজ্য না পড়িয়া বই।
"বিশ্বাস" "আশ্বাস" দুই ক্রুসে লেখা সই
চৈতন্য করিয়া লাভ শ্রীশচী-নন্দন।
ভাগীরথী-জলে দেন ফেলে ব্যাকরণ॥
জগতের জ্ঞান-গুরু আচার্য্য সকল।
পুরাতন জ্ঞান কিনে করেনি নকল॥
প্রেরণা পেয়েছে প্রাণে, নহে গ্রন্থ-পাঠে
আবিষ্কার-কর্ত্তা সব বিজ্ঞানের রাঠে॥





নাট্যসম্রাট অমৃতলাল বসু